TRIPURA STATE COMMISSION FOR WOMEN

ফোন নং ঃ (০৩৮১) ২৩২ ৩৩৫৫
২৩২ ২৯১২

# ত্রিপুরা মহিলা কমিশন

মেলারমাঠ ◻ আগরতলা - ৭৯৯ ০০১ ◻ পশ্চিম ত্রিপুরা।

রেফ্ নং ঃ

তারিখ ঃ 4-6-2015

No.F.7(1)/SWC/PC/U-Dth/Sl.197/15/2531-40

## প্রেস রিলিজ

## গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যু - অপরাধীদের শাস্তি চায় কমিশন

গত ৩১শে মে স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশিত 'নির্যাতনে গৃহবধূর মৃত্যু' খবরের ভিত্তিতে কমিশনের সভানেত্রী ও একজন প্রতিনিধি তেলিয়ামুড়ায় মৃতার বাড়ী যান। সেখানে গিয়ে মৃতার মা ও বাবার সাথে কথা বলে জানা যায় পাশের বাড়ীর প্রদীপ দাসের সাথে মৃতার ভালবাসার সম্পর্কের পর সামাজিক বিয়ে হয়। বিয়ের সময় প্রদীপ দাস নগদ টাকা চান কিন্তু না দিতে পারায় বিয়েতে দেওয়া আসবাবপত্র প্রদীপ দাস নেননি। এখনও জিনিসপত্র মৃতার বাবার বাড়ীতেই রয়ে গেছে। বিয়ের পর থেকে স্বামী, শাশুরী ও ভাসুর সবাই মিলে মৃতা অজন্তা বিশ্বাসকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করত। কিছুদিন আগে বাস গাড়ী কেনার জন্য অজন্তার স্বামী দুই লক্ষ টাকা চায়। না দিতে পারায় অত্যাচার বেড়ে যায়। সন্তান হওয়ার সময় ও সমস্ত খরচ অজন্তার বাবা বহন করে। কন্যা সন্তান জন্ম নেওয়ায় অজন্তার উপর নির্যাতন বেড়ে যায়। যেদিন অজন্তার মৃত্যু হয় সেদিন সন্ধ্যায় অজন্তার শাশুরী ও ভাসুর অজন্তাকে নির্যাতন করে। নির্যাতনের কারনে অজন্তার বুকে ব্যাথা হয় এবং হাসপাতালে নিলে অজন্তার মৃত্যু হয় বলে অজন্তার মা জানান।

অজন্তার পরিবার অপরাধিদের শাস্তি চায়।কমিশনও খটনার তদন্তক্রমে অপরাধীদের শাস্তি দাবি করছে।

04/6/2015

(Smt. Aparna De)
Member Secretary
Tripura Commission for Women

TRIPURA STATE COMMISSION FOR WOMEN

ফোন নং ঃ (০৩৮১) ২৩২ ৩৩৫৫
২৩২ ২৯১২

# ত্রিপুরা মহিলা কমিশন

মেলারমাঠ ❑ আগরতলা - ৭৯৯ ০০১ ❑ পশ্চিম ত্রিপুরা।

রেফ্ নং ঃ

তারিখ ঃ 24-6-2015

No.F.7(1)/SWC/PC/U-Dth/Sl.222/15/2829-46

## প্রেস রিলিজ

### নাবালিকার অস্বাভাবিক মৃত্যু - ঘটনার তদন্তে মহিলা কমিশন

গত ১৬ই জুন স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশিত খবরের ভিত্তিতে ২২শে জুন কমিশনের সভানেত্রী ও একজন প্রতিনিধি সহ 'নাবালিকার অস্বাভাবিক মৃত্যুর' ঘটনার তদন্তে বিশ্রামগঞ্জ গিয়ে মৃতার মার সঙ্গে কথা বলেন। উনার বক্তব্যে জানা যায় যে, গত ১৬ই জুন সকালে ৯টা নাগাদ উনি মুড়ি কিনতে বিশ্রামগঞ্জের একটি দোকানে যান। যাওয়ার সময় বি এস এন ল এর বিশ্রামগঞ্জ অফিসের সামনে উনার মেয়েকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন। কিন্তু ফেরার সময় আর দেখতে পান নি। বাড়ীতে এসেও মেয়ের খোঁজ পান নি। ভেবেছেন মেয়ে হয়তো স্কুলে চলে গেছে। বিকাল থেকে সকলেই খোঁজা খুঁজি করলেও মেয়ের হদিস পান নি। খোঁজ চলছিল। কিন্তু এমন সময় খবর পাওয়া যায় বি এস এন ল অফিসের ভিতর একটি দেহ পড়ে আছে। বাড়ীর লোক গিয়ে দেখতে পায় উনার মেয়ের দেহ। কিন্তু তখনো বেঁচে আছে। সঙ্গে সঙ্গে উনার স্বামী, বাবা ও অন্যরা মিলে বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখান থেকে জি বি পি হাসপাতালে রেফার করা হয়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই মেয়েটি মারা যায়। মেয়েটির পিতা বিশ্রামগঞ্জ থানায় মামলা করেছেন। মেয়েটির মা'র ধারনা বিশ্রামগঞ্জ বি এস এন ল অফিসের কর্মচারী শ্রী বিকাশ লস্কর এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত। কিভাবে প্রহরী থাকা অবস্থায় মেয়েটি ভিতরে গেল এবং এরকম অবস্থা হল- তার উত্তর চান উনি।

কমিশন চায় ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত হোক এবং অবিযুক্তের কঠোর শাস্তি হোক।

24/6/2015
(Smt. Aparna Das)
Member Secretary
Tripura Commission for Women